বৈষ্ণব-রসসাহিত্য

বৈষ্ণব পদাবলী

UG Sem-II

Dr. Debasmita Shit

গৌড়ীয় সাধনতত্ত্ব

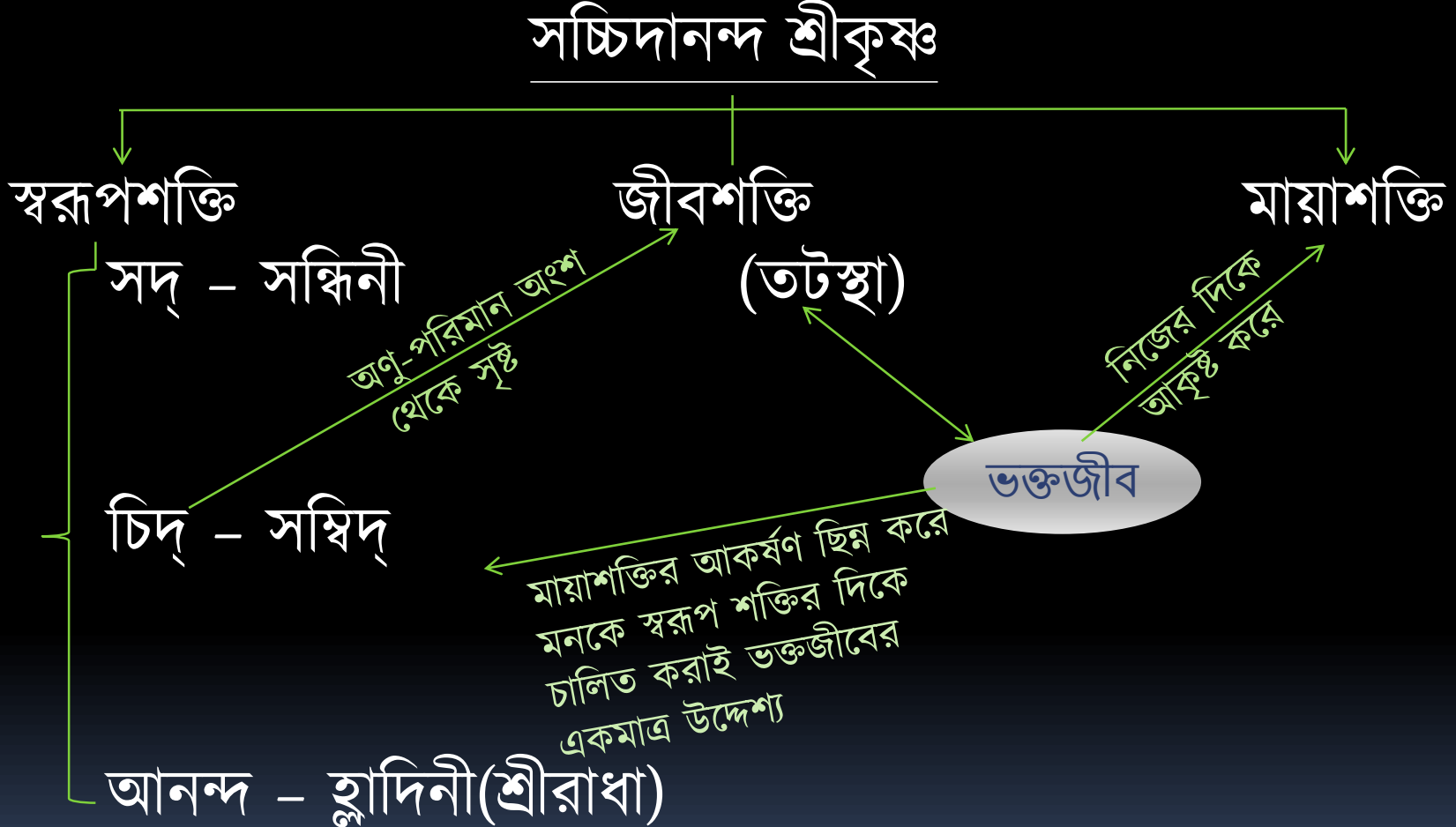
সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ
স্বরূপশক্তি
জীবশক্তি
মায়াশক্তি
সদ্ – সন্ধিনী
(তটস্থা)
অণু-পরিমান অংশ থেকে সৃষ্ট
নিজের দিকে আকৃষ্ট করে
ভক্তজীব
চিদ্ – সম্বিদ্
মায়াশক্তির আকর্ষণ ছিন্ন করে মনকে স্বরূপ শক্তির দিকে চালিত করাই ভক্তজীবের একমাত্র উদ্দেশ্য
আনন্দ – হ্লাদিনী(শ্রীরাধা)

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি (শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিজগৎ অর্থাৎ বস্তুজগৎ) সম্বলিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর স্বরূপ শক্তি সচ্চিদানন্দময়। সদ্, চিদ্ ও আনন্দ অংশে যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের এই হ্লাদিনী শক্তি। চিদ্ অংশের অণু পরিমাণ অংশ থেকে সৃষ্ট জীবশক্তি অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির মাঝখানে অর্থাৎ তটে অবস্থিত, তাই তটস্থা। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জীবশক্তিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তাকে কৃষ্ণ-বিমুখ করে রাখে। ভক্তজীবের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই মায়াশক্তির আকর্ষণ কাটিয়ে মনকে স্বরূপশক্তির দিকে চালিত করা অর্থাৎ কৃষ্ণসাধনায় নিমগ্ন হওয়া।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

রস	রসের লক্ষণ

- শান্ত → তৃষ্ণাত্যাগ করে কৃষ্ণনিষ্ঠা
- দাস্য → সেবা ও কৃষ্ণনিষ্ঠা
- সখ্য → বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা
- বাৎসল্য → মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা
- মধুর → আত্মসমর্পণ, মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা

মধুর রস সর্বপ্রধান । নামান্তরে উজ্জ্বলরস কিংবা উজ্জ্বল-মধুর রস।

মধুর রস : ভারতীয় রসশাস্ত্রের শৃঙ্গাররস

ভারতীয় রসশাস্ত্রে

লৌকিক নায়ক-নায়িকার রতিভাব –> শৃঙ্গার রস

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে

দিব্যস্বরূপ রতিভাব (দিব্য-কৃষ্ণরতি) –> উজ্জ্বলমধুর রস

কৃষ্ণ-রতি নায়িকার প্রকৃতিভেদে তিন প্রকার

- সাধারণী – উদাহরণ : কুব্জা
  (আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা - কাম)

- সমঞ্জসা – উদাহরণ : রুক্মিণী
  (স্বকীয়া)

- সমর্থা – উদাহরণ : শ্রীরাধা
  (পরকীয়া/কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা - প্রেম)

এর মধ্যে সমর্থা রতি সর্বোত্তম।

ক্রমোৎকর্ষ অনুযায়ী সমর্থারতির ক্রমবিকাশের পর্যায়

- প্রেম → বিনষ্ট হওয়ার বাহ্য ও অন্তরঙ্গ বহু কারণ থাকা সত্ত্বেও নায়ক-নায়িকার যে ভাব বিনষ্ট হয় না।
- স্নেহ → ক্রমবর্ধিত যে প্রেম চিত্তপ্রকাশক হয়ে হৃদয়কে দ্রবীভূত করে।
- মান → স্নেহের গাঢ়তম অবস্থায় নতুন বৈচিত্র্যের জন্যে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে ক্ষণিক প্রতিকূলতা।
- প্রণয় → প্রেমবর্গময় ঘনীভূত মানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নিতান্ত বিশ্বস্ততা-যুক্ত যে অবস্থা।
- রাগ → প্রণয়ের উৎকর্ষ ঘটলে কুলত্যাগ, পথক্লেশ, লোকগঞ্জনা প্রভৃতি প্রবল দুঃখও যখন চিত্তে সুখ বলে প্রতিভাত হয় সেই অবস্থা।
- অনুরাগ → যে রাগ নিত্য নবায়মান হয়ে সদানুভূত প্রিয়তমকে নব নব ভাবে অনুভব করায়।
- ভাব → অনুরাগ আত্মগত অবস্থা লাভ করে সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্ররূঢ় হয়ে বাইরে যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লাভ করে।
- মহাভাব → কল্পনায় যতদূর যাওয়া যায় ভাবের তেমন পরাকাষ্ঠা। যে ভাব চিত্তকে ভাবৈক্যরসময় করে তুলে হ্লাদিনীর সার নির্যাসে রূপান্তরিত হয়।

মহাভাবের স্তর

মহাভাব অবস্থাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তবু এরও দুটি স্তর বর্তমান।

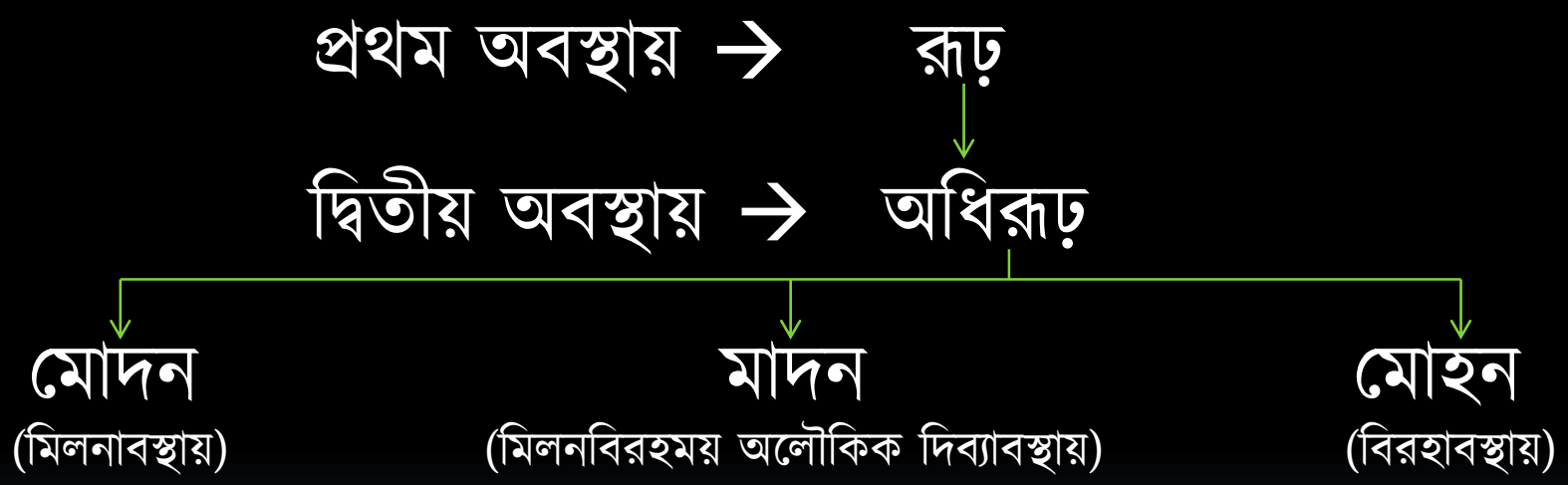

মাদনাখ্য মহাভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ গোপীশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধায় এবং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যে। এই অবস্থা নিতান্ত কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদের।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে শৃঙ্গারের দু'টি প্রকারভেদ

বিপ্রলম্ভ
(বিরহাবস্থায়)

- পূর্বরাগ
- মান
- প্রেমবৈচিত্ত্য
- প্রবাস/ মাথুর

সম্ভোগ
(মিলনাবস্থায়)

- সংক্ষিপ্ত
- সংকীর্ণ
- সম্পন্ন
- সমৃদ্ধিমান

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার সম্ভোগ শৃঙ্গারের পুষ্টিসাধন করে। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও মাথুর যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পুষ্টিসাধন করে।

বিরহ-মিলনপূর্ণ প্রেমপর্যায়ে নায়িকার আটপ্রকার অবস্থার বর্ণনা রয়েছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে –

নায়িকা	সংক্ষিপ্ত পরিচয়
অভিসারিকা	প্রিয়মিলনার্থে সঙ্কেতকুঞ্জাভিমুখে যাত্রাকারিণী
বাসকসজ্জিকা	মিলনোদ্দেশ্যে নিজদেহসজ্জায় ও সঙ্কেতগেহসজ্জায় নিরতা
উৎকণ্ঠিতা	নায়কের জন্যে উৎসুকভাবে সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষারতা
বিপ্রলব্ধা	নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা
খণ্ডিতা	প্রতিনায়িকার নিকট থেকে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখে রুষ্টা
কলহান্তরিতা	খণ্ডিতার আশ্রয় মান। মান—এ কৃষ্ণকে হারিয়ে অনুতপ্তা
প্রোষিতভর্তৃকা	নায়কের মথুরাগমনে বিরহিণী
স্বাধীনভর্তৃকা	নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী

প্রত্যেকটি অবস্থার ক্ষেত্রে আবার অষ্টবিভাগ রয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) : স্তবক-বিন্যাস

১	মাঙ্গলিকী
২	গৌরাঙ্গ বিষয়ক
৩	বাল্যলীলা ও কালীয়দমন
৪	শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ
৫	পূর্বরাগ ও অনুরাগ
৬	রূপোল্লাস
৭	অভিসার
৮	মান ও কলহান্তরিতা
৯	বংশীশিক্ষা ও নৃত্য
১০	প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ
১১	নিবেদন
১২	মাথুর
১৩	ভাবোল্লাস ও মিলন
১৪	প্রার্থনা

স্নাতক-শ্রেণির দ্বিতীয় পাঠপর্যায়ে পাঠ্য

- বাল্যলীলা ও কালীয়দমন
  - শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম – বলরাম দাস
- পূর্বরাগ ও অনুরাগ
  - রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা – চণ্ডীদাস
  - রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর – জ্ঞানদাস
- অভিসার
  - কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল– গোবিন্দদাস
  - গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি – গোবিন্দদাস
- প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ
  - যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে – চণ্ডীদাস
- মাথুর
  - এ সখি হামরি দুখের নাহি ওর – বিদ্যাপতি
- ভাবোল্লাস ও মিলন
  - আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ – বিদ্যাপতি

সাধারণ পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে পঞ্চরসের মধ্যে বাৎসল্যের স্থান চতুর্থ। অনুকম্পাযোগ্য কোনও ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারীর ঐশ্বর্যভাবশূন্য এবং সেই কারণেই সম্ভ্রমলেশহীন রতিকে বলা হয় 'বৎসল'। উপযুক্ত বিভাব-অনুভাবের মিলনে এই 'বৎসল' রতিই পরিণত হয় 'বাৎসল্য' রসে। বাৎসল্যের চারটি বৈশিষ্ট্য— মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎসল্য রসকে অবলম্বন করে যাঁরা সাধনা করেন, ঈশ্বরকে তাঁরা নিজের সন্তান বলেই জানেন ; শিশু ভগবান তাই তাঁদের কাছে প্রতিপালক নন, প্রতিপাল্যরূপে স্নেহাস্পদ হয়ে ওঠেন। মমতার আধিক্যের ফলে সন্তানরূপী ঈশ্বরকে তাড়না, ভর্ৎসনা, বন্ধন প্রভৃতিও করা হয়। কৃষ্ণের গুরুজনেরা, যেমন যশোদা-নন্দ, রোহিণী, দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি এই রসের আশ্রয় অবলম্বন। অন্যদিকে (গৌরচন্দ্রিকায়) শ্রীচৈতন্যপক্ষে এই গুরুজনেরা হলেন শচীদেবী, পুরন্দর মিশ্র, মালিনী, শ্রীবাস, অদ্বৈত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ। শৈশব, পৌগণ্ড ও কৌমার ; শিশুসুলভ চাপল্য, শিশুক্রীড়া প্রভৃতি এর উদ্দীপন বিভাব। আর এর অনুভাব হল কৃষ্ণকে লালন ও প্রতিপালন। ঐশ্বর্যভাবশূন্যতার জন্য তাঁকে উপদেশ দেওয়া, মস্তক আঘ্রাণ, তিরস্কার, তর্জন ইত্যাদি। বাৎসল্যরসেও আটটি সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়। এছাড়াও জননী যশোদার অতিরিক্ত পুত্রস্নেহবশত স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ। বাৎসল্য রসের প্রধান অবলম্বন হলেন নন্দ ও যশোদা। এঁদের বাৎসল্য-প্রসঙ্গ ভাগবতেই বিস্তৃতভাবে রয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-তে মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণের শোকে জননী যশোদার শোকতীব্রতাকে শেষপর্যন্ত উন্মাদ এবং মোহদশা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন—এখানেই তাঁর উত্তরণ।

[সূত্র : ড. সত্য গিরি, বৈষ্ণব পদাবলী]

পূর্বরাগ : প্রকৃত মিলনের আগে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি থেকে জাত যে রতির আবির্ভাব হয়, তাকে পূর্বরাগ বলে।

অনুরাগ : যে রাগ নিত্য নবায়মান হয়ে সদানুভূত প্রিয়তমকে নব নব ভাবে অনুভব করায়, তাকে অনুরাগ বলে।

অভিসার : প্রিয়-মিলনের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতস্থানে গোপন পথচারণাকে অভিসার বলে। যে নায়িকা নিজে অভিসার করে কিংবা নায়ককে অভিসার করায় তাকে অভিসারিকা বলে। অভিসারিকা ‘জ্যোৎস্নী’ ও ‘তামসী’ ভেদে দ্বিবিধ।

প্রেমবৈচিত্ত্য : বৈচিত্ত্য শব্দের অর্থ হল চিত্তের অন্যথা ভাব। প্রেমোৎকর্ষহেতু প্রিয়জনের সন্নিকটে অবস্থান করেও বিরহভয়জাত যে আর্তি তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

আক্ষেপানুরাগ : প্রেমাসক্তির জন্যে সামাজিক বাধাজনিত আক্ষেপ সত্ত্বেও যে অনুরাগের প্রকাশ, তা-ই হল আক্ষেপানুরাগ।

মাথুর : পূর্ব-সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে নদী বনাদি স্থানান্তরের ব্যবধান তাকে প্রবাস/ মাথুর বলে। পদাবলী-সাহিত্যে কেবল নায়কেরই প্রবাস বর্ণিত হয়েছে।

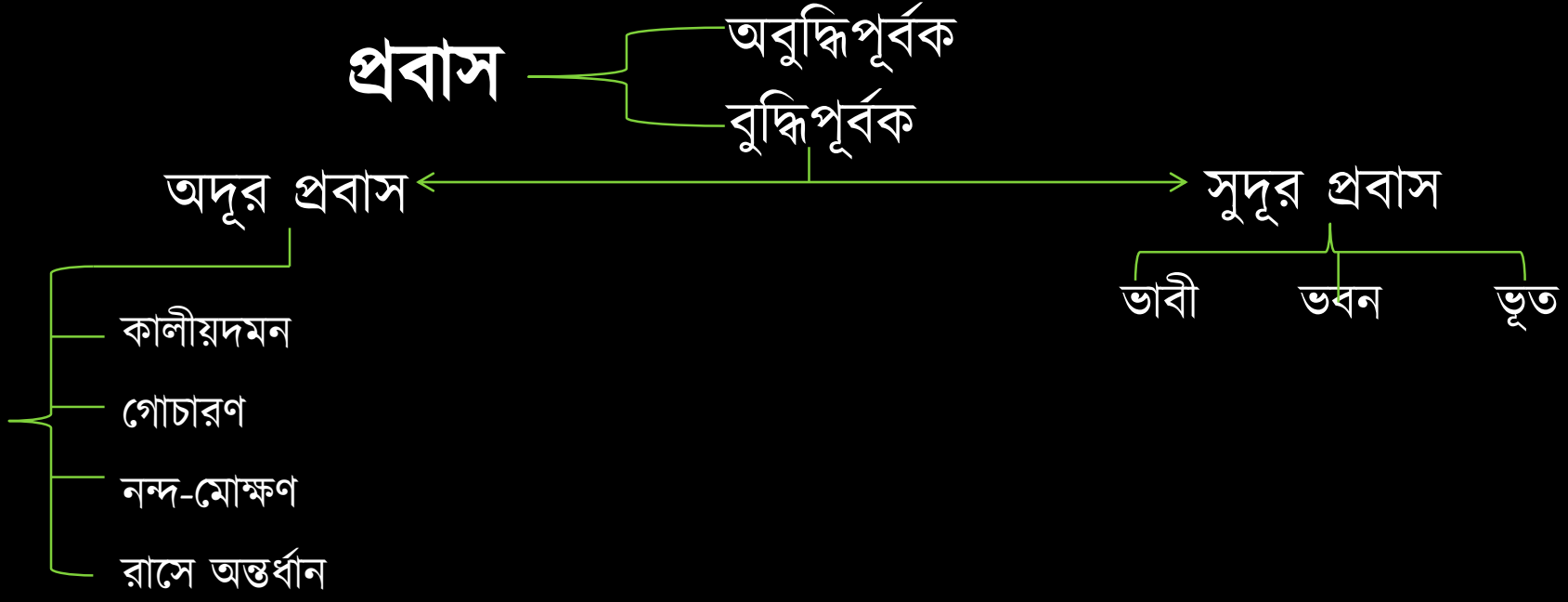

ভাবোল্লাস ও মিলন : ভূত বিরহের তীব্র আর্তি ও উন্মাদনা থেকে শ্রীরাধা উপনীত হন দিব্যোন্মাদের মরমীয় চেতনার দিব্যলোকে, যেখানে মাদনাখ্য মহাভাবাবস্থায় বিরহ ও মিলনের বোধ একাকার। এই বিশেষ অবস্থায় শ্রীরাধার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার ভাবসম্মিলনের আনন্দ-উল্লাস। এই পর্যায়ের নাম তাই ভাবোল্লাস ও মিলন।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা:

- বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
- বৈষ্ণব পদসঙ্কলন : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ : শ্রীপাদশ্রীরূপগোস্বামী-প্রণীতঃ
- পদাবলী-পরিচয় : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
- ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য : গীতা চট্টোপাধ্যায়
- বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ : ড. সত্যবতী গিরি
- শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে : শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- বৈষ্ণব পদাবলী : ড. সত্য গিরি